গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

প্রকাশনায়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ভবন-৬, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়

ঢাকা-১০০০।

সম্পাদনা পর্ষদ

খন্দকার আতিয়ার রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহ্বায়ক
ড. মোঃ আবুল হোসেন, উপসচিব	সদস্য
মোঃ আবু আমিন, সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য
মোঃ মাসুদুল হক ভূঁইয়া, সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
মোঃ জাকির হোসেন, প্রোগ্রামার	সদস্য
মোঃ আবু মাসুদ, উপসচিব (প্রশাসন-১)	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

বৈশাখ ১৪২৬, এপ্রিল ২০১৯

মুদ্রণ

কলেজ গেইট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং

১/৭, কলেজ গেইট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ ০২-৯১২২৯৭৯, ০১৭১১-৩১১৩৬৬

ই-মেইল: collegegatepress@gmail.com

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ভবন-৬, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ফোন: ৯৫৪০৪৫২, ফ্যাক্স: ৯৫৭৬৬৮৫

ই-মেইল: sasadmin1@msw.gov.bd

ওয়েব সাইট: www.msw.gov.bd

সূচিপত্র

বাণী, মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		
বাণী, প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		
মুখবন্ধ, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		
প্রথম অধ্যায়	: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০১
দ্বিতীয় অধ্যায়	: সমাজসেবা অধিদফতর	২৫
তৃতীয় অধ্যায়	: জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	৬৭
চতুর্থ অধ্যায়	: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	৭৭
পঞ্চম অধ্যায়	: শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)	৮৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	: শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	৯৫
সপ্তম অধ্যায়	: নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	১০১

মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম জাতিগঠনমূলক মন্ত্রণালয় হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত, পশ্চাৎপদ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করছে। লক্ষ্যভুক্ত এ সকল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ এ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কার্যক্রম ভিত্তিক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দিত।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১- গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, অনুচ্ছেদ ১৫- মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, অনুচ্ছেদ- ১৭ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, অনুচ্ছেদ ১৮- জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, অনুচ্ছেদ ১৯- সুযোগের সমতা, অনুচ্ছেদ- ২৯ সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা, অনুচ্ছেদ- ৩৮ সংগঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৪৮, শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, সবার জন্য শিক্ষার সার্বজনীন ঘোষণা ১৯৯০, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণা বাস্তবায়নেও এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় রূপকল্প ২০২১ এবং সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ঘোষিত 'হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' ও 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩' বাস্তবায়ন করা, প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ সহজ করা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া, জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, 'শিশু আইন ২০১৩' বাস্তবায়ন করা, পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং দারিদ্র্য নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সমাজের অবহেলিত, অসচ্ছল, সুবিধা বঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তাদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মাধ্যমে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থা ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিপালন, বেসরকারি এতিমখানা মঞ্জুরি, কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট কার্যক্রম, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি। প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে সকল কর্মসূচিসহ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য ও অর্জনের সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হবে বলে আমি আশাবাদী।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(রাশেদ খান মেনন, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র, অনগ্রসর ও শারীরিক-মানসিকভাবে অসমর্থ অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে যে সেবা প্রদান করে আসছে এ প্রতিবেদনে তার সার্বিক চিত্র ফুটে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত সরকারি সাহায্যের আওতায় বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে এ মন্ত্রণালয় অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছে। ইব্রাহিম ডায়াবেটিক হাসপাতালের ভবন নির্মাণ, হার্ট ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকার বাইরে বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ডায়াবেটিক সেন্টারে অর্থ প্রদান করা হয়েছে যা বর্তমান অর্থ বছরেও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অটিস্টিক শিশু, ভিক্ষুক, হিজড়া সম্প্রদায়, মুচি, বেদে ও দলিত সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্যও ইতোমধ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দেশের যে-কোন নাগরিক যেন এ মন্ত্রণালয় এবং অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সফলতা, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারেন সে লক্ষ্য সামনে রেখে বার্ষিক প্রতিবেদনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ অধিদফতর/ দপ্তর/ সংস্থার যে সকল কর্মকর্তা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি)

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, এর ধারাবাহিকতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট ও শেখ জায়েদ বিন সুলতান-আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট সমাজের দরিদ্র, পশ্চাৎপদ নারী-পুরুষের সমসুযোগ, ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে।

২. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৬০ লক্ষাধিক ব্যক্তিকে নিয়মিত সেবা প্রদান করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইন প্রণয়ন, ৬৪ জেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপী সেবা প্রদান, বিভিন্ন জেলায় ডায়াবেটিক ও বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রয়াসসহ অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তি দরিদ্র, দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূলধারার কার্যক্রমে আনয়ন প্রক্রিয়ায় কর্মরত।

৩. ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ এই প্রতিবেদনে রয়েছে। এ প্রতিবেদন থেকে আর্তমানবতার সেবায় ও জাতীয় উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। তেমনি ভবিষ্যতে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় ও গতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, এ আমার বিশ্বাস।

৪. প্রতিবেদন প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীর জন্য রইল শুভ কামনা।

(মোঃ জিল্লার রহমান)

প্রথম অধ্যায়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণভবনে ইফতারে (৩রা জুন ২০১৭) মায়ের মমতায় এতিম শিশুকে খাইয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

১. পটভূমি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের পিছিয়ে পড়া এবং সামাজিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কল্যাণ বিধান এবং ক্ষমতায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে এই মন্ত্রণালয় বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদিসহ অর্ধশতাধিক অর্থবহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সমাজে উপস্থিত হতদরিদ্র, বেকার, ভূমিহীন, ভবঘুরে, আশ্রয়হীন, দুঃস্থ নারী, অনাথ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, অসহায় প্রবীণ, দরিদ্র রোগী, শারীরিক-বুদ্ধি-সামাজিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক নাগরিকদের লাগসই কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গ্রাম-শহর উভয় এলাকায় নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সমুন্নত রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের লক্ষ্যভুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের ন্যায্য ও প্রাপ্য সেবা প্রদানে সদা তৎপর রয়েছে। পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। শুরুর দশকে মাত্র তিন/চারটি কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা করা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আজ অর্ধশতাধিক কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদরদী শেখ হাসিনার তিন মেয়াদের শাসনামলে তাঁর মানবদরদী ও বিচক্ষণ দিক নির্দেশনায় দেশের এমন সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা কর্মসূচির আওতায় এসেছে যাদের কথা আগে কেউ চিন্তাই করেনি! তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বাংলাদেশের বেশ কয়েক লক্ষ পিছিয়ে থাকা নাগরিক এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাপ্য সেবা ও সুবিধা ভোগ করছে। সরকারের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান কর্মকান্ড যে আরও সমৃদ্ধ এবং বেগবান হবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, সুবিধা বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া এবং প্রতিবন্ধী নাগরিকদের জন্যে বিশেষ সেবা ব্যবস্থার আয়োজন করা রাষ্ট্রের অন্যতম পবিত্র সাংবিধানিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এছাড়াও এই মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ বা প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও পরিপালনের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৩ সালে কিছু এতিমখানা স্থাপনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে সরকারি সমাজসেবামূলক কাজের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বর্তমানের বাংলাদেশে উদ্ভূত জটিল শরণার্থী সঙ্কট, দেশের অভ্যন্তরে হঠাৎ উপস্থিত বহুমাত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং তা নিরসনে সরকারি অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা জরুরী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, তৎকালীন সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৫১ সালে আগত জাতিসংঘের একটি বিশেষ কমিটির দুই বছর মেয়াদী জরিপ ও গবেষণা ফলাফলের আলোকে দেয়া পরামর্শের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টতায় সরকার ঢাকাতে শুরু করে সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত সমাজকর্মীদেরকে নিয়োজিত করে ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমাজ উন্নয়ন [বর্তমান শহর সমাজসেবা] প্রকল্প চালু করা হয়। দেশে উপস্থিত সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগসমূহ উৎসাহিত, পুষ্ট ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে একটি সরকারি রেজুল্যুশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। একইভাবে, ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম, ১৯৬১ সালে সংশোধনমূলক কার্যক্রম এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম, ১৯৬৯ সালে স্কুল সমাজকর্ম [১৯৮৩ সালে বিলুপ্ত] চালু করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডগুলো একটি নিয়মনীতির আওতায় নিয়ে আসার জন্য ১৯৬১ সালে প্রণয়ন করা হয় 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ'। এরপর ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর হতে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব

প্রাপ্তির মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে এই মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি, ১৯৭৩ সালে নতুন এক রেজুল্যুশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' পুনর্গঠন করা হয়। স্বাধীনতাত্তোর কালে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা কার্যকরিভাবে মোকাবেলা এবং সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরকে সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত করা হয়। এ বছরেই হাতে নেয়া হয় যুগান্তকারি 'পল্লী সমাজসেবা কাযক্রম' যেখানে সর্বপ্রথম চালু করা হয় দেশের 'ক্ষুদ্র ঋণ' প্রকল্প। ১৯৭৮ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠনমূলক বিভাগ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদফতর' নামকরণ করা হয়।

১৯৮৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান এর অর্থায়নে গঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), বাংলাদেশ সরকার ও আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ADFAED) এর মধ্যে একটি সম্মত কার্যবিবরণী'র ভিত্তিতে গঠিত হয় যা পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দ্য সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এর আওতায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় এবং এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ করা হয়। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রূপান্তর করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯০ সালে 'শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করে। পরবর্তিতে এই ট্রাস্টের কাছে 'মৈত্রী শিল্প' কারখানা হস্তান্তর করা হয়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন করে এর আওতায় ২০১৪ সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়।

সমাজসেবা অধিদফতর, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমস্যাগ্রস্ত প্রবীণ ব্যক্তি, অভিভাবকহীন ও দুঃস্থ শিশু, অসহায় দরিদ্র রোগী, আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ব্যক্তি, সামাজিক অনাচার ও পাচারের শিকার শিশু ও নারী, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং লাগসই সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। একই সাথে, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা, পেশাজীবী এবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। দেশের নাগরিকগণ এই প্রতিবেদন থেকে মন্ত্রণালয়ের কাজের অর্জন, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জগুলো অবলোকন করতে পারবেন এবং কাজের মান ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য উপযোগী সুপারিশ প্রদান করতে সক্ষম হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক উন্নয়নে সদা তৎপর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশবাসীর কাছে তার প্রতিটি কর্মসূচির মূল্যায়ন এবং অর্থবহ সুপারিশ প্রত্যাশা করছে। নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের নিরিখে এবং কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে আসুন এই অনিন্দ্য সুন্দর বাংলাদেশে আমরা সকলে মিলেমিশে স্বস্তি আর শান্তিতে বসবাস করি।

১.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

১.১.১ রূপকল্প (Vission)

উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ।

১.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি সাধন।

২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬-এ পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৭ এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলী

কার্যতালিকা (Allocation of Business)

[১][৩৭] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১. সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি;
২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত প্রচেষ্টা/জোর দেয়া;
৩. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
৪. শিশু কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাপর মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয়;
[২]৪(ক) বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা;
৫. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের XL VI নং অধ্যাদেশ) এবং শিশু আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের XXXIX নং আইন) এর প্রশাসন;
৬. সমাজসেবা অধিদপ্তর সম্পর্কিত বিষয়াদী;
৭. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে অনুদান;
৮. ভবঘুরে আইন ও ভবঘুরে এবং দুঃস্থ পরিবার, দরিদ্র পরিবার এবং এতিম'এর প্রশাসন;
৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
১০. ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী এবং আফটার কেয়ার কার্যক্রম;
১১. কারামুক্ত কয়েদীদের প্রবেশন, প্যারোল এবং আফটার কেয়ার;
১২. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ (dealing) ও চুক্তি (agreements);
১৩. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ কার্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা/ বৈদেশিক সংস্থা;
১৪. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজোঁ এবং এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে সন্ধি (treaties) এবং অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি (agreements);
১৫. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;
১৬. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইন;
১৭. আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ফিস।

৩.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

৩.১.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরণ
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
৩. সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকত্রীকরণ (Reintegration)
৪. আর্থসামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য (Equity) নিশ্চিতকরণ

৩.২ কার্যাবলি (Functions)

১. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সকল প্রকার দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়ন;
৩. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন ও সহায়তা প্রদান;
৪. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রতিপালন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;

নোট:
[১]এসআরও, নং-২৩১-আইন/২০০৮সিডি-৪/৫/২০০৮-বিধি, তারিখ ২৪/০৭/২০০৮ দ্বারা সংশোধিত
[২]এসআরও, নং-১৬২-আইন/২০১০-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৫.২০১০, তারিখ ০৭/০৬/২০১০ দ্বারা সংশোধিত

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
৬. ভবঘুরে, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন, আবেক্ষণ (প্রবেশন) এবং অন্যান্য আফটার কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়ন।

৪. অধীন দপ্তর/সংস্থা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন নিম্নোক্ত ৬টি সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

১. সমাজসেবা অধিদফতর
২. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
৩. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
৪. শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট
৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
৬. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১৭-১৮)

৫.১ কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
১	২	৩	৪	৫
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১৩ টি	৬৩ টি	৫০ টি	৩৩ টি
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১২৫৮৫ টি	১০১৭৯ টি	২৩৬৬ টি	৩৩৪৯ টি
মোট	১২৬৯৮ টি	১০২৪২ টি	২৪১৬ টি	৩৩৮২ টি

৫.২ শূন্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	৩৮৪ টি	১৪৬ টি	১১৫২ টি	৭৩৩ টি	২৪১৫ টি

৫.৩ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
৪৩৩ টি	--

৫.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭৮ জন	২৯৪ জন	৪৭২ জন	৪৩ জন	২৩৫ জন	২৭৮ জন	

৫.৫ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	৭৬ জন	৩৩ জন	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-	-	-	-
মোট	-	-	-	-

৫.৬ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)*	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
-	-	-	৩৩ জন	-

৫.৭ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১২	০.৩৫	০৯	-	-	১২	০.৩৫
	সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।	১৬৮৭	৫৫.২৭	১০৪	৭৪১	১৭.৩৩	৯৪৬	৩৭.৯৪
	সমাজকল্যাণ পরিষদ	৩১	৩০.৯১	৩১	১০	০.৮৭	২১	৩০.০৪
	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	৩৯	২৯.৮৬	৭	-	-	৩৯	২৯.৮৬
	সর্বমোট =	১৭৬৮	১১৬.৩৯	১৫১	৭৫১	১৮.২০	১০১৮	৯৮.১৯

৫.৮ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৭-১৮) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১২৩ টি	০৭ টি	২১ টি	১৩ টি	৪১ টি	৮২ টি

৫.৯ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১ টি	৭৪ টি	--	৭৫ টি	--

৫.১০ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১৯৯ জন	৪৪১৭ জন

২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬ এ প্রতিবন্ধীদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫.১১ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব/উপপ্রধান/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/উপপরিচালক/সমাজসেবা অফিসার, সমাজসেবা অধিদপ্তর (সংযুক্তিতে মন্ত্রণালয়)/দ্বিতীয় শ্রেণির প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিতির হার ৯৮%, যা সন্তোষজনক। উক্ত প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

Secretariat Instructions, Important Office Procedures, Preparing Draft & Summary, Vision, Mission, Self Development and Team Building, Project Management, ICT in Office Management: Use of Free Tools, e-Filing গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত হাজিরা) অধ্যাদেশ ১৯৮২সহ শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টরূপে অবহিতকরণ, অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও দফতরে আগত ব্যক্তিবর্গের সাথে আচরণ, শুভেচ্ছা বিনিময়, ছুটি গ্রহণ, টেলিফোন রিসিভ করা, স্বাস্থ্য বিধি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা, অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং জনসাধারণের সঙ্গে আচরণ, কম্পিউটার খোলা ও বন্ধ রাখা, টেলিফোন ব্যবহারে সৌজন্য, দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, অফিস সময় এবং সরঞ্জামাদির যথাযথ ব্যবহারে নৈতিকতা অনুসরণ, Public Procurement Act-2006, Public Procurement Rules 2008, Social Safety Net Programmes and Ministry of Social Welfare, Project Management, Budget Management: Legal Framework and Institutional Arrangement and Budget Management: Internal and External Control, দাপ্তরিক ক্রয়, বেতন নির্ধারণ, ভ্রমণভাতা বিল, পেনশন: প্রস্তুতি ও নির্ধারণ, পত্র জারি, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ, নথি গ্রহণ, নথি চলাচল, ডকুমেন্ট শেয়ারিং, ই-মেইল ব্যবস্থাপনা ও ওয়েব পোর্টাল তথ্য ব্যবস্থাপনা, অফিস সহায়কগণের দায়িত্ব ও দায়দায়িত্ব পালনের সীমা, দায়িত্বশীলতা, এবং দায়িত্বে অবহেলা, Grievance Redress System and National Intergrity Strategy, Citizen Charter and Innovation in service Delivery. Rules of Business and Allocation of Business ইত্যাদি।

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৬৪ টি ইন হাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত কোর্সসমূহ হচ্ছে- (১) Digital Office Management Course on Computer Application- ৮ টি। (২) আইন, বিধি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা- ১ টি। (৩) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়ন- ০৫ টি (৪) ওরিয়েন্টেশন কোর্স- ৩ টি। (৫) কেইস ব্যবস্থাপনা ও শিশুর মনোসামাজিক- ৪ টি। (৬) ই-মেইল, ইন্টারনেট, ই-ফাইলিং ও সামাজিক যোগাযোগ- ০১ টি। (৭) ই-ফাইলিং নথি সিস্টেম- ৯ টি। (৮) শহর ও পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কোর্স- ১১ টি (৯) ই-ফাইলিং ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা- ২ টি। (১০) দফতর ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিধিবিধান- ১ টি। বর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য সংশ্লিষ্ট সম্মানিত রিসোর্স পার্সন/ প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে ক্লাশসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে।

২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬ এ পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫.১২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা : ১৪০ জন।

৫.১৩ সেমিনার/ওয়ার্কশপ

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১২ টি	১৮১১ জন

৫.১৪ তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে মোট কম্পিউটারের সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে লেন (LAN) সুবিধা আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়েন (WAN) আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কম্পিউটার ট্রেনিং কর্মকর্তা	কম্পিউটার ট্রেনিং কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
২৯৯ টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	৬৯৭ জন	৮৭৮ জন

৫.১৫ আইন, বিধি ও নীতি

- প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা।

৫.১৬ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাসিক জনপ্রতি ৫০০ টাকা হারে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার জনকে মোট ১৮৯০.০০ কোটি টাকা বয়স্কভাতা, ১১ লক্ষ ৫০ হাজার জনকে মোট ৬৯০.০০ কোটি টাকা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, মাসিক জনপ্রতি ৬০০ টাকা হারে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার জনকে মোট ৫৪০ কোটি টাকা অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ ১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সফল ব্যক্তি এবং অটিজম বিষয়ে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৩ ডিসেম্বর ২০১৬ এ ২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬ আড়ম্বরপূর্ণ ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে 'রোগী কল্যাণ সমিতি' গঠন করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতরাধীন শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), টঙ্গী, গাজীপুর ও পুলেরহাট, যশোর এবং শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) কোনাবাড়ী, গাজীপুরে স্থাপিত Skype বুথে টেলিকনফারেন্সিং ব্যবহারবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। বেদে ও অনগ্রসর স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। মোট ১৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৫৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যাদি Disability Information System –এ এন্ট্রি করে প্রায় ১২ লক্ষ জনের মধ্যে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

- সমাজসেবা অধিদফতরের সদর দফতর, জেলা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ৯৬ টি উপপরিচালক এর শূন্য পদে সহকারী পরিচালক হতে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের সদর দফতর, জেলা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ৫৮ টি সহকারী পরিচালক এর শূন্য পদে সমাজসেবা অফিসার হতে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
- ২য় শ্রেণি হতে ১ম শ্রেণিতে ৪০ জন পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
- সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৪৩৩ টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৫৮ জন গরীব ও দুঃস্থ রোগীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭৬০ জনকে প্রবেশনে মুক্তি/জামিন এবং আফটার কেয়ার সার্ভিসের আওতায় উপকৃতের সংখ্যা ১ হাজার ৯০৫ জন।

- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র রোগীদেরকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরে দান-অনুদান, যাকাত মেলার আয়োজন করা হয়, যাকাত সংগ্রহ করা হয় যা দরিদ্র রোগীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।
- দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স 'রোগী কল্যাণ সমিতি' গঠন করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৭ কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা ও দেশব্যাপী ৪ দিনব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।
- সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম বহুল প্রচারের জন্য কার্যক্রমের তথ্যসহ ২০১৭ সালের সচিত্র ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরাধীন শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), টঙ্গী, গাজীপুর ও পুলেরহাট, যশোর এবং শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) কোনাবাড়ী, গাজীপুরে স্থাপিত Skype বুথ এ টেলিকনফারেন্সিং (শিশু ও স্বজনদের মধ্যে কথোপকথন) ব্যবহারবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ১৫ আগস্ট/২০১৬ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৬ যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঈদ-উল-আযহা/২০১৬ এর শুভেচ্ছা কার্ড তৈরীর জন্য ০৮(আট) টি সংস্থা হতে প্রাপ্ত অটিস্টিক শিশুদের আঁকা ৩৭ (সাইত্রিশ) টি ছবি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রদত্ত শুভেচ্ছা কার্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
- Winrock International কর্তৃক ১৭-৭-২০১৬ থেকে ২০-৭-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৪ (চার) দিনব্যাপী ট্রমা কাউন্সিলিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের জন্য ০৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ ০১ দিনব্যাপী REFRESHERS TRAINING এর আয়োজন করা হয়।
- জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের উদ্যোগে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানসমূহে সেভ দ্যা চিলড্রেন এর সহায়তাপুষ্ট আইপিইপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অধিদফতর হতে অনুমতি প্রদান করা হয়।
- ১৫ অক্টোবর/২০১৬ তারিখ বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে র‍্যালী, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ ০৬টি সেফহোমের নিবাসি এবং তাদের মাতা-পিতা/অভিভাবকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কথোপকথন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।
- পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:) উপলক্ষে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিতব্য মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকাস্থ এতিমখানার মোট ১০০ জন এতিম শিশু, ১০ জন শিক্ষক/গাইড এবং অধিদফতরের ১১ জন কর্মকর্তা মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করে।
- সেভ দ্যা চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশের সহায়তায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক শিশু আইন-২০১৩ সংশোধনীর জন্য দিনব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ ১২/১১/২০১৬ তারিখ সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল হল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।
- শিশু আইন-২০১৩ এর সংশোধন সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে অধিদফতরের ১৭/১১/২০১৬ তারিখের স্মারকে চার সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়।
- ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকার সহযোগিতায় প্রথম বারের মত প্রাক প্রাথমিক হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সকল উপপরিচালক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকা হতে প্রেরিত শিশু আইন-২০১৩ এর বিধানাবলী অনুসরণ সংক্রান্ত পত্র সকল উপপরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক বিতরণের লক্ষ্যে জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের তালিকা সচিব, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হয়।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত বাংলা নববর্ষ-১৪২৪ এর শুভেচ্ছা কার্ড তৈরীর জন্য ০৬টি সংস্থার ২২ জন অটিস্টিক শিশুর আঁকা ৩২টি ছবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ০৭ ফেব্রুয়ারি/২০১৭ তারিখ আড়ম্বরপূর্ণ ও যথাযোগ্য মর্যাদায় "বাংলা ইশারা ভাষা দিবস" উদযাপিত হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে র‌্যালি, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু শিল্পীদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, জে.এস.সি/২০১৭ ও পি.ই.সি/২০১৭ পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্ত বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত ঈদ-উল-ফিতর/২০১৭ ও ঈদ-উল-আযহা/২০১৭ এর শুভেচ্ছা কার্ড তৈরীর জন্য ০৯টি সংস্থার ৪৪ জন অটিস্টিক শিশুর আঁকা ৫৬ টি ছবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- Winrock International কর্তৃক ০৫/০৩/২০১৭ তারিখ থেকে ০৯/০৩/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) দিনব্যাপী Comprehensive Survivors Services প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
- ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানের নিবাসিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য অভিন্ন খাদ্য মেন্যু প্রণয়ন করে সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে অবস্থানরত পাঁচারের শিকার ভারতীয় নারী ও শিশু ভিকটিম সম্পর্কে তথ্য অধিদফতর হতে ০৯/০৩/২০১৭ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অধিদফতর হতে ১৫/০৩/২০১৭ তারিখ সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর, জেলা কার্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/ইউনিটে নীলবাতি প্রজ্জলনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/ কার্যালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ২৫ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালনের উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে যথাযথভাবে পালনের জন্য সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার ও ৬টি ছোটমণি নিবাসে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়।
- বাংলা নববর্ষ (১লা বৈশাখ) ১৪২৪ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর বর্ণনার আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলা নববর্ষ-১৪২৪ উপলক্ষ্যে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রদত্ত শুভেচ্ছা কার্ড সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে সেভ দ্যা চিলড্রেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য অনুমতি প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কার্যালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২১ মে ২০১৭ তারিখ সকাল ৯.০০ টায় সেভ দ্যা চিলড্রেন এর উদ্যোগে সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল ঢাকায় "Understanding The vulnerabilities of Children with Disabilities Living in Government-Run and Private Residential Institutions" এর উপর গবেষণা বিষয়ক একটি ডিসিমিনেশন কর্মশালায় অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাক-প্রাথমিক হতে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ব্রেইল পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা এনসিটিবি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- মহামান্য রাষ্টপতির অভিপ্রায় অনুযায়ী বঙ্গভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ইফতারে অংশগ্রহণের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এতিম, শারীরিক ও মানসিক এবং বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবনে প্রেরণ করা হয়।

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ কর্তৃপক্ষের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সি এস আর) এর অংশ হিসেবে Joyride ফ্লাইটে সরকারি শিশু পরিবার, মিরপুর ও তেজগাঁও ঢাকার ১৫ জন ছেলে এবং ১৫ জন মেয়েসহ ১ জন করে মোট ২ জন গাইড অংশগ্রহণ করে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্তৃক প্রেরিত অটিস্টিক শিশুদের আঁকা ছবি সম্বলিত ঈদ-উল-ফিতর-২০১৭ এর শুভেচ্ছা কার্ড প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
- পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জেলাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে উদযাপন ও সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬ এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫.১৭ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System):** ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- **Management Information System (MIS):** সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়েববেজড Management Information System (MIS) তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- **Case Management System:** শিশু আইন, ২০১৩ এর আওতায় আসা শিশুর তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য যাচাই এবং যাচাইঅন্তে শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- **Child help line-1098:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এ কলকরণ এবং সেন্টার এজেন্টের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশুনির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- **E-Application:** টাঙ্গাইল জেলায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণের পাইলটিং এর মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।

- **E-Payment:** সরকারের ই-পেমেন্ট সার্ভিস পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটুআই এ সহযোগিতায় কিছু পাইলটিং কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। পাইলটিং এর সফলতা বিবেচনা করে দেশব্যাপী ভাতা বিতরণে ই-পেমেন্ট সার্ভিস বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

- **শিশুদের সাথে তাদের অভিভাবকদের ভিডিও কথোপকথন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স' এর মাধ্যমে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রে অবস্থানরতদের সাথে তাদের অভিভাবকদের কথোপকথনের শুভ উদ্বোধন করেন।

- **ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেম:** পেপারলেস অফিস এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আরেক মাইলফলক ই-ফাইলিং। বর্তমান সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাফতরিক কাজ সম্পন্ন করছে। ৬৪ টি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়কে ই-ফাইলিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কাজ চলমান রয়েছে।

- **মাল্টিমিডিয়া টকিং বই এবং ই-লার্নিং সেন্টার:** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এটুআই প্রোগ্রাম, বেসরকারি সংস্থা ইপসা এবং সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক যৌথভাবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বই এর পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া টকিং বই এর ব্যবস্থা করা হয়। এই টকিং বই ব্যবহারের পাইলট সম্পন্নের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের ০৪ টি পিএইচটি সেন্টার, ০১ টি বরিশাল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ০১ টি ইআরসিপিএইচসহ মোট ০৬ টি ই-লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- **সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট:** ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইট' এ সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকান্ডের সামগ্রিক উপস্থাপনা রয়েছে। যে কোন ব্যক্তি অনলাইনে উক্ত ওয়েবএড্রেস' এ গিয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ প্রয়োজনীয় উপাত্ত দেখতে পাবেন।

- **অনলাইনে নিবন্ধন ও সীট বুকিং:** সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের নিবন্ধন এখন অনলাইনে সম্পাদিত হয়। এছাড়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির আবাসিক হোস্টেল এর সীট বুকিং এবং বরাদ্দও এখন অনলাইনে করা হচ্ছে।

- **নিজস্ব ডোমেইন বেজ্‌ড ওয়েব মেইল:** সরকারি কাজে দ্রুত ও নিরাপদভাবে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরাধীন সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কার্যালয়ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের জন্য নিজস্ব ডোমেইন বেজ্‌ড ওয়েব মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডশন-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি

৫.১৮ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তৈরি, প্রচার ও প্রকাশনা

- ❒ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং বিতরণ করা হয়।
- ❒ সমাজসেবার ৬১ বছর উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে।
- ❒ সমাজসেবা অধিদফতরাধীন প্রতিষ্ঠানের শিশুদের লেখা ও আঁকা নিয়ে 'শিশু সংকলন' প্রকাশিত হয়েছে।
- ❒ বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ।
- ❒ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ হতে (১) বয়স্কভাতা (২) বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচিদ্বয় ব্রান্ডিং এর জন্য নির্ধারণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে শ্লোগানও নির্ধারিত হয় যা ইতোমধ্যে কয়েকটি বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের টিভি স্ক্রলে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া জিঙ্গেল এবং টেলিভিশন স্পট নির্মিত হয়েছে যা বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলে ইতোমধ্যে প্রচার করা হয়েছে।
- ❒ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম নিয়ে ডকুমেন্টারি 'বাতিঘর' নির্মিত হয়েছে যা সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন আয়োজনে প্রচারপূর্বক জনগণকে অবহিত করা হয়।
- ❒ ১ অক্টোবর ২০১৬ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে প্রবীণদের জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে ধারণকৃত ভিডিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচারপূর্বক অবহিতকরণ।
- ❒ সমাজসেবার ইউটিউবে সেবা কার্যক্রম এর বিভিন্ন ভিডিও আপলোড।
- ❒ এছাড়া, বিভিন্ন প্রচার লিফলেট, ফেস্টুন ও ব্যানারের মাধ্যমে বয়স্কভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।
- ❒ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের Innovation Team গঠন করা হয়েছে। Innovation Team এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ❒ সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে প্রতিদিন সকাল ১১টা-২টা পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উপকারভোগীদের সাথে স্কাইপে ভিডিও কনফারেন্স করেন এবং এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।
- ❒ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি সপ্তাহে নিবাসী দিবস পালন করা হচ্ছে। এছাড়া অভিভাবক এবং নিবাসীদের মধ্যে স্কাইপে ভিডিও কনফারেন্স করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।
- ❒ পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম এর আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ ১ম কিস্তিতে ২৫ কোটি টাকা এবং ২য় কিস্তিতে ২৫ কোটি টাকা সোনালী ব্যাংক, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট ৪৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ এবং ৬১ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- ❒ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম খাতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ ১ম-২য় কিস্তিতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ৩য়-৪র্থ কিস্তিতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সোনালী ব্যাংক, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায় এবং শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ এবং ৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- ❒ বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ ৭ কোটি ৯৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯১৪ টাকা, ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা ৩ হাজার ৯৯৮ জন, আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৪৬ টাকা, আদায়ের হার ৮৯%, কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃত ১৭ হাজার ৪৪৯ জন, সামাজিক বনায়ন ৯ হাজার ১৫ টি, স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান ২ হাজার ৪৪৭ জন, ২ হাজার ৮২৮ জন, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ ১ হাজার ৫৮০ জন।

৫.১৯ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ উদ্যোগ

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

হিজড়া সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থসামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপ মতে বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার।

২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলায় এ কর্মসূচি শুরু হয়। ৭টি জেলা হচ্ছে যথাক্রমে- ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা, বগুড়া এবং সিলেট।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯,০০,০০,০০০/- (নয় কোটি) টাকা। মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১। স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তির হার যথাক্রমেঃ

(ক) প্রাথমিক স্তর মাসিক-	৩০০/-
(খ) মাধ্যমিক স্তর মাসিক-	৪৫০/-
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর মাসিক-	৬০০/-
(ঘ) উচ্চতর স্তর মাসিক-	১০০০/-

২। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল হিজড়াদের বয়স্ক ভাতা/ বিশেষ ভাতা মাসিক ৬০০/- করে প্রদান;

৩। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন;

৪। ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট উপকারভোগীদের সংখ্যা

- বয়স্ক/বিশেষ ভাতাভোগী : ২৩৪০ জন।
- ৪টি স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী : ১৩৩০জন।
- আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী : ১৬৫০ জন। (৩৩ জেলায় ৫০ জন করে)
- প্রশিক্ষণ সহায়তা গ্রহণকারী হবে : ১৬৫০ জন।
- মোট উপকারভোগী : ৬৯৭০ জন।

বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপমতে বাংলাদেশে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠী প্রায় ৬৩ লক্ষ ৭১ হাজার ১০০ জন। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা এ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৬৬,০০,০০০ (ছিষট্টি লক্ষ) টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। মোট ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১. বেদে ও অনগ্রসর স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তির হার যথাক্রমেঃ

(ক) প্রাথমিক স্তর মাসিক-	৩০০/-
(খ) মাধ্যমিক স্তর মাসিক-	৪৫০/-
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর মাসিক-	৬০০/-
(ঘ) উচ্চতর স্তর মাসিক-	১০০০/-

২. ৫০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল বেদে ও অনগ্রসরদের বয়স্ক ভাতা/ বিশেষ ভাতা মাসিক ৫০০/- করে প্রদান;
৩. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন;
৪. ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট উপকারভোগীদের সংখ্যা:

- বয়স্ক ভাতাভোগী : ১৯৩০০ জন।
- শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী : ৮৫৮৫ জন।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী : ১২৫০ জন।
- প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা গ্রহণকারী : ১২৫০ জন।
- মোট উপকৃতের সংখ্যা : ৩০৩৮৫ জন।

প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ

২০১১-১২ অর্থ বছরে পাইলটভিত্তিতে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাইলটভিত্তিতে জরিপ পরিচালিত উপজেলা ব্যতীত দেশের অবশিষ্ট এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। জরিপ কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন মেয়াদে জাতীয় কর্মশালা, বিভাগীয় ও উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা, তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার, ডাক্তার ও কনসালট্যান্ট এবং সফটওয়্যারসহ মোট ৬৭৯ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বমোট ৮৫,৪৪১ জনকে প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণের আওতায় আনা হয়। গত ১ জুন ২০১৩ থেকে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। গত ১৪ নভেম্বর ২০১৩ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাদপড়া প্রতিবন্ধীব্যক্তিদেরকে জরিপভুক্তকরণ ও ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত ওয়েববেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্যভান্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হচ্ছে। গত ০৩ ডিসেম্বর ২০১৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। এন্ট্রিকৃত ডাটা সংশোধনপূর্বক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র বিতরণ করা হচ্ছে। ১২ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৫৪ জন প্রতিবন্ধীব্যক্তিকে ডাক্তার কর্তৃক শনাক্ত সম্পন্ন এবং তাদের তথ্যাদি Disability Information System'এ এন্ট্রি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

ঢাকা শহরে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসহ ১-৫ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আইপিউ সম্মেলনে আগত বিদেশি অতিথিবৃন্দের অবস্থানরত হোটেল এলাকা, বিসিসি সম্মেলন কেন্দ্র ও সংসদ ভবন এলাকা হতে মোট ১১৪ জনকে ২০ টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রে (অভ্যর্থনা কেন্দ্র) প্রেরণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৭৬ জনকে পারিবারিকভাবে এবং ৩৮ জনকে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসন খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৮ লক্ষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ যাবৎ ৭১৭ জনকে জেলা পর্যায়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ থেকে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকায় নিয়মিত মাইকিং, বিজ্ঞাপন ও ৪০ টি বিভিন্ন স্থানে ৪০ টি ফ্লাগস্ট্যান্ড লাগানো হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের প্রচারণার জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.২০ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়ন

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২ টি দীর্ঘমেয়াদি ও ২৯ টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ১ হাজার ২৩ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে ৭৯৬ জন পুরুষ এবং ২২৭ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন।
- শুরু হতে এ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতরের ১৩ হাজার ২৪০ জন কর্মকর্তাকে একাডেমিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ১০,১৮১ জন পুরুষ ও ৩,০৫৯ জন নারী কর্মকর্তা রয়েছে।

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। কোর্সসমূহ হচ্ছে (১) খরাব Coaching for Facilitator & Trainers- ১ টি, (২) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স- ২ টি, (৩) ওরিয়েন্টেশন কোর্স- ৩ টি, (৪) ই-ফাইলিং ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা- ৫ টি, (৫) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা- ১ টি, (৬) প্রবেশন, আফটার কেয়ার সার্ভিসেস এন্ড চাইল্ড প্রটেকশন ম্যানেজমেন্ট- ১ টি, (৭) উপজেলা সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা- ৪ টি, (৮) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা- ২ টি, (৯) শহর সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও ই-ফাইলিং- ২ টি, (১০) ই-ফাইলিং ও নথি সিস্টেম ইউজার- ৩ টি, (১১) Managing Technology for e-government Officer (MTEGO)- ১টি, (১২) Annual Performance Agreement (APA)- ২টি, (১৩) Financial Management ৪ টি।
- প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের বিনোদন ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান লাভের লক্ষ্যে প্রতিটি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গ্রুপভিত্তিক উপপরিচালক বরাবরে মাঠ সংযুক্তি প্রদান করা হয়।
- সরকারের প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে কর্মকর্তাদের ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক অর্জিত জ্ঞান মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।
- প্রতিটি প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ই-ফাইলিং উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারিদের ৫৩ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ১ হাজার ৩৩০ জনকে (পুরুষ ৯৬৯ জন ও ৩৬১ জন নারী কর্মচারি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- শুরু হতে এ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতরের ১৪ হাজার ৫৭০ জন কর্মচারিকে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৯ হাজার ৭৯৮ জন পুরুষ ও ৪ হাজার ৭৭২ জন নারী কর্মকর্তা রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতর, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সরকারের প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে কর্মকর্তাদের ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৭.০ বার্ষিক উন্নয়ন উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রতিবেদন বৎসরে প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়) ও ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
২১ টি	১৩৪.৭০	১৩৩.৪৯	জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১২ টি

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সমাপ্ত ও নতুন প্রকল্পের তথ্য

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
০৬ (ছয়)টি	১. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ ২. চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ৩. আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল	--	হাসপাতাল ভবন অবকাঠামো নির্মাণ।

প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ

- প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, সরবরাহ এবং সেবা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, আসবাসপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

কনস্ট্রাকসন অব হোস্টেল ফর দি সরকারী শিশু পরিবার (৮ ইউনিট)

- প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, সরবরাহ এবং সেবা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব নীলফামারী ডায়াবেটিক হসপিটাল

- প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, সম্মানী ভাতা, যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন/এম্বুলেন্স, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

কনস্ট্রাকশন অব ফাইভ স্টোরেড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল অফিস কাম কমিউনিটি হল এট বালাশপুর, ময়মনসিংহ

- সম্মানী, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল সরঞ্জাম, আসবাসপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন/এম্বুলেন্স, জেনারেটর, ওয়াটার রিজার্ভার, সোলার পেনেল, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

এস্টাবলিশমেন্ট অব ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক হসপিটাল এট রাজবাড়ী

- প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, বেইজ লাইন সার্ভে অন্যান্য, যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল সরঞ্জাম, আসবাসপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন/ এম্বুলেন্স, জেনারেটর, ওয়াটার রিজার্ভার, সোলার পেনেল, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

এস্টাবলিশমেন্ট অব লক্ষীপুর ডায়াবেটিক হসপিটাল

- প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল সরঞ্জাম, আসবাসপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন/এম্বুলেন্স, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

এক্সটেনশন এন্ড মর্ডানাইজেশন অব ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মহাবিহার অডিটরিয়াম কমপ্লেক্স ফর দি অরফানস এন্ড আন্ডার প্রিভিলাইজড কমিউনিটি মেম্বারস অব দি সোসাইটি

- প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

এস্টাবলিশমেন্ট অব মুন্সিগঞ্জ ডায়াবেটিক হসপিটাল

ক) ডায়াবেটিক রোগের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী;

খ) ডায়াবেটিক রোগীদের নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন সম্পর্কে সঠিক পরামর্শ প্রদান;

গ) দেশে ক্রমবর্ধমান ডায়াবেটিক রোগীদের স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্পর্কে চিকিৎসা/ সামাজিক/ পরামর্শ সেবা প্রদানসহ তাদের পরিবারে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা;

ঘ) ডায়াবেটিক রোগীদের প্রয়োজনীয়/ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

ঙ) দরিদ্র রোগীদের কমপক্ষে ৩০% বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

সেফ মাদারহোড একটিভিটিস ইন ৪ (ফোর) উপজেলাস অব কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট

ক) নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরী করে সরাসরি প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে ৪টি উপজেলার ১২০০ গ্রামের ৩৫ লক্ষ জনগোষ্ঠির মধ্যে মাতৃ মৃত্যুর হার শূন্যে নিয়ে আসা;

খ) সুবিধা বঞ্চিত অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা তৈরী করে তাদের সামাজিক নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

ক) প্রকল্প এলাকার ৬টি উপজেলায় Safe Motherhood Service এর মাধ্যমে মাতৃত্বজনিত মৃত্যু ও প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করে তা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা;

খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের উপার্জন সক্ষম করে তুলে সমাজে অন্যায় নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য তৈরী করা; এবং

গ) অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ মহিলাদের জীবন মান উন্নত করা।

ইস্টাবলিশমেন্ট অব নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হসপিটাল

ক) ৫০ শয্যা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

খ) ডায়াবেটিক ও ডায়াবেটিক সংশ্লিষ্ট যেমন- হার্ট, কিডনী, চক্ষু ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধের জন্য জনগণকে সচেতন করা;

গ) ডায়াবেটিক রোগের ভয়াবহতা বা ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

ঘ) সাধারন চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে অত্র এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;

ঙ) ৩০% গরীব, দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত ডায়াবেটিক রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা; এবং

চ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সেবা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)

- প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, মনিটরিং সাপোর্ট ও ভ্রমণ ব্যয়, তথ্য, প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন, অফিস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, আইপিএস, প্রিন্টার, শিশু ও যুবদের ক্রমাগত সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের শিশুবান্ধব পরিবেশের উন্নয়ন ইত্যাদি।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (বালিকা-৬ ইউনিট, বালক-৫ ইউনিট এবং সম্প্রসারণ-২০ ইউনিট

- প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৬টি বালিকা হোস্টেল, ৫টি বালক হোস্টেল নির্মাণ এবং ২০টি বালক হোস্টেল সম্প্রসারণ করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

- ক্যান্সার রোগের প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, নির্ণয় এবং মানসম্পন্ন আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সৃষ্টি এবং গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

কুমিল্লা সেনানিবাসে অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন

জামালপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ

১) ৪০০ জন অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য কুমিল্লা সেনানিবাসে প্রয়াস প্রতিষ্ঠাকরণ (প্রশাসনিক ভবন এবং শিক্ষকদের আবাসনের জন্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা);

২) অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু এবং কিশোরদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

৩) অটিজম ও প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে সমাজ ও জনমনে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশেষ সেবার চাহিদা সম্পন্নদের সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা;

৪) অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রচারণা।

জামালপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ

১) ১০০ শয্যা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

২) জনগণকে ডায়াবেটিক রোগের ভয়াবহতা বা ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা;

৩) সাধারণ চিকিৎসার মাধ্যমে অত্র এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;

৪) ৩০% গরীব, দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত ডায়াবেটিক রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা; এবং

৫) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সেবা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত প্রয়াস এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)

১) শিশুদের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সকল তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের ফলপ্রসূ পরিবেশ সৃষ্টি করা;
২) আনুষাঙ্গিক পর্যাপ্ত সুবিধা ও সেবাসহ কার্যকর শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, যাতে এ ধরণের শিশুরা নিজেদেরকে সমাজে স্ব-স্বক্ষম এবং পুনর্বাসন করতে পারে;
৩) আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের যথাযথ এবং পর্যাপ্ত যত্ন এবং থেরাপি প্রদান;
৪) প্রতিবন্ধী শিশুদের উৎকর্ষ সাধন এবং যত্ন নেওয়ার জন্য শিক্ষক, থেরাপিস্ট এবং পিতা-মাতাকে অভিজ্ঞ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৫) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য গবেষণা কেন্দ্র, ল্যাবরেটরি এবং লাইব্রেরি স্থাপন;
৬) অটিজম এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সমাজে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা, যাতে তাদের জন্য বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশ তৈরী হয়;
৭) ঘরের বাইরে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মত সকল সুবিধা সৃষ্টি করা;

এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

১) ২০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি আধুনিক হৃদরোগ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হৃদরোগ রোগীদের চিকিৎসা সেবা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
২) প্রথম পর্যায়ে ৫০ শয্যা হৃদরোগ হাসপাতাল নির্মাণ করা;
৩) হার্টের রোগীদের জন্য আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা;
৪) নির্দিষ্ট কিছু রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করা এবং ৩০% গরীব হৃদরোগ রোগীদের ইনডোর-আউটডোর ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা;
৫) স্থানীয় জনগণের মধ্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও গণমাধ্যম এর হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা;
৬) ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং
৭) হৃদরোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক রোগ নির্ণয়ে আরো গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

এস্টাবলিশমেন্ট অব শহীদ এটিএম জাফর আলম ডায়াবেটিক এন্ড কমিউনিটি হসপিটাল, উখিয়া, কক্সবাজার

১) কমিউনিটি বেইজড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র এলাকার রোগীর সার্বিক শারিরীক অবস্থার উন্নয়ন করা;
২) ৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৫ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা;
৩) সাধারণ চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে অত্র এলাকার জনগণ এবং ডায়াবেটিক রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা মান উন্নয়ন করা; এবং
৪) ন্যূনতম ৩০% গরীব, দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

আমাদের বাড়ী : সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস

১) অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত বৃদ্ধ এবং শিশুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;
২) স্বাস্থ্যকর এবং মানসম্মত জীবন যাপনের লক্ষ্যে বৃদ্ধ ও শিশুদের নৈতিক ও বিনোদনমূলক সহায়তা প্রদান;
৩) খাদ্য, বস্ত্র এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা প্রদান; এবং
৪) সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত প্রবীণ ও শিশুদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% বিনামূল্যে সেবা প্রদান।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ-সিআরপি, মানিকগঞ্জ

১) কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
২) প্রতিবন্ধী শিশু, মহিলা ও পুরুষদের মনোবল, শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করা।
৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারার সাথে একিভূতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
৪) প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত এবং অতি দরিদ্র অংশগ্রহণকারীদের ৪০% এর বেশীকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

পঞ্চগড় ডায়াবেটিক হাসপাতালের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

১) একটি পূর্ণ বর্ধিত ডায়াবেটিক হাসপাতাল উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন;
২) ডায়াবেটিক রোগের ভয়াবহতা বা ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরী করা;
৩) হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;

৪) অত্র এলাকার সাধারণ মানুষকে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;
৫) ৩০% গরীব, দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত ডায়াবেটিক রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;
৬) মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা; এবং
৭) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সেবা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ

১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানসিক, সামাজিক এবং একাডেমিক উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অধিকতর সুবিধা প্রদান।
২) অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থান ও অন্যান্য কর্মসূচিতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তারা দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

৮.০ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সারসংক্ষেপ

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সমাজসেবা অধিদফতর	১.	বয়স্কভাতা	৩১.৫০	১৮৯০০০.০০	৩০.০০ লক্ষ জন	১৪৪০০০.০০
	২.	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা	১১.৫০	৬৯০০০.০০	১১.১৩২ লক্ষ জন	৫৩৪৩৪.০০
	৩.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	৭.৫০	৫৪০০০.০০	৬.০০ লক্ষ জন	৩৬০০০.০০
	৪.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	০.৭০	৪৭৮৮.০০	০.৬০ লক্ষ জন	৪১৮৮.০০
	৫.	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	১৭১৪৫ জন ১৫৬ টি প্রতিষ্ঠান	৫৩৪৯.২৪	১৭১৪৫ জন ১৫৬ টি প্রতিষ্ঠান	৫৩৪৯.২৪
	৬.	বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	৭২,০০০ জন ৩৭১০ টি প্রতিষ্ঠান	৮৬৪০.০০	৬৭,০৬৬ জন ৩৫২০ টি প্রতিষ্ঠান	৮০৪৮.০০
	৭.	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	৬৩২৩ টি পরিবার	৩০০.০০	৩০০০ টি পরিবার	৩০০.০০
	৮.	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	২৬০ জন	৫০.০০	১৭৫ জন	৫০.০০
	৯.	চাইল্ড সেনসেটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (সিএসপিবি)	৮৮,০৭৭ জন	৭১৪.৩৪	৩৯,৫৮৯ জন	১০৩১.৭৯
	১০.	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	১২৮৯ জন	১৭২৫.০০	২৪০২ জন	২১১০.০০
	১১.	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৬৯৭০ জন	৯০০.০০	৬৬৬৯ জন	৮০০.০০
	১২.	বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৩০,৩৮৫ জন	২০৬৮.৭২	৩০,১৬৫ জন	১৮.০০

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	১৩.	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৩০,০০০ জন	১৫০০.০০	২০,০০০ জন	৫০০.০০
	১৪.	ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি	৬০০০ জন	৩০০০.০০	৩,৯৮০ জন	১০০০.০০
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১৫.	ক) প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র; খ) মোবাইল থেরাপি ভ্যান সার্ভিস	ক) ৩,০২,৭২৯ জন খ) ১৭,৬৩,৮২৩ জন	৫২.৪৩	ক) ৩৭০৪৬৪ জন খ) ২৫২৪০৫৩ জন	১৮০০.০০
	১৬.	বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৭৭০৯ জন	১২.৫০	-	-
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	১৭.	বিশেষ অনুদান	৩৯৫১ জন	৫০৫.০০	২৯২.৬৫	৩২৮১ জন
	১৮.	ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন	৬০০০ জন	৩০০.০০	৬০০০ জন	৩০০.০০
	১৯.	নদী ভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন	৪০০০ জন	২০০.০০	৪০০০ জন	২০০.০০
	২০.	চা বাগান শ্রমিকসহ দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	-	-	৪০০০ জন	২০০.০০
	২১.	অকাল বন্যা, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘুর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি	৫৭০ জন	২০০.০০	-	-
	২২.	প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন	৩৩৭০০ জন	৩৫০.০০	২৮৭২৩ জন	৩০০.০০